আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২৪ ফাল্গুন ১৪২৪, ০৮ মার্চ ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

নারী সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি।

মার্চ আমাদের স্বাধীনতার মাস। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। জাতীয় চার-নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও সম্ভ্রমহারা দু'লাখ মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

স্মরণ করছি নারী মুক্তিযোদ্ধাদের, যাঁরা স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছিলেন; মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সেবা দিয়েছেন।

এদেশে নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমার মা বেগম শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব, যিনি সারাজীবন আমার আব্বার পাশে থেকে পরামর্শ দিয়ে, সাহস দিয়ে দেশসেবা করে গেছেন, তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

সুধীবৃন্দ,

যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশের নারীরা অবজ্ঞা এবং নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী জনগোষ্ঠিকে পিছনে ফেলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই আমরা সমাজের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছি।

আমাদের সরকার তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত খাদ্য, পুষ্টি, চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পুঁজি ও কর্মসংস্থানের জন্য নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সকলক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ তৈরি করেছে। নারীর অধিকার, মজুরী ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

সুধীবৃন্দ,

জাতির পিতা সংবিধানের ১৯ ও ২৮ অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনের সকলক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করেছেন।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারী সমাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন ও অবর্নণীয় নির্যাতনের শিকার হন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য জাতির পিতার পাশাপাশি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবও ছিলেন সচেষ্ট। মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের তাঁদের পরিবার ফিরিয়ে নিতে চায়নি। আমার মা নিজের গয়না দিয়ে তাঁদের অনেকের বিয়ে দিয়েছিলেন।

নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে জাতির পিতা 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড' গঠন করেন।

দীর্ঘ ২১ বছর পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর আমরা নারীর উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করি। আমরা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত ১৮৫ জন বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দেই।

রাষ্ট্র ও সমাজের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করতে আমরা যুগোপযোগী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করি। ফলে নারীর জন্য নতুন নতুন কর্ম সংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

আমাদের সরকারের উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৩ গ্রহণ।
- মাতৃত্বকাল ছুটি ৪ মাসের পরিবর্তে স্ব-বেতনে ৬ মাসে বর্ধিত।
- বাবার নামের পাশাপাশি সর্বত্রই মায়ের নাম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- ৫৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে তথ্য-প্রযুক্তিতে মহিলাদের প্রশিক্ষণের জন্য ''তথ্য আপা'' প্রকল্প চালু।
- ৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম।
- ৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সোনাইমুড়ি, কালিগঞ্জ, আড়াই হাজার ও মঠবাড়িয়া ট্রেনিং সেন্টার ও হোস্টেল নির্মাণ।
- ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল স্থাপন।
- ৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৪জেলায় মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ।
- ৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নগরভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন।
- ৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প।
- অতি-দরিদ্র ১০ লাখ ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাকে আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।
- দেশের নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা 'জয়িতা'র ব্র্যান্ডে দেশ-বিদেশে বিপণনের জন্য নারীবান্ধব আলাদা বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে।
- 'জয়িতা' একটি ফাউন্ডেশন গঠন ও ঢাকার ধানমন্ডিতে ১২ তলা বিশিষ্ট 'জয়িতা টাওয়ার' নির্মাণ।
- মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য দেশব্যাপী ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চলমান।
- মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, মাতৃদুগ্ধ পানের হার বৃদ্ধি, গর্ভাবস্থায় পুষ্টি উপাদান গ্রহণের জন্য ৬ লাখ দরিদ্র গর্ভবতী মা ও ২ লাখ প্রসূতি মাকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান।
- সারাদেশে ৭৪টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ৭টি বিভাগীয় শহর ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ ৯টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন।
- জেলা সদর ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোট ৬০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন।
- ঢাকায় ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী এবং ৭টি বিভাগীয় শহর ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।
- স্বল্প ব্যয়ে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ঢাকাসহ অন্যান্য জেলা শহরে ৮টি হোষ্টেল পরিচালনা করা হচ্ছে।
- কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য ১২ তলা হোস্টেল নির্মাণ।
- শহিদ শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমিসহ আরও ৬টি মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।
- জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন ৩০ থেকে ৫০-এ উন্নীত।
- স্থানীয় সরকার কাঠামো ৩০ শতাংশ নারী আসন সংরক্ষিত।

সুধীমন্ডলী,

বর্তমান সরকার নারী ও শিশু রক্ষায় সকল ধরনের নির্যাতন বন্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রেখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০৩ (সংশোধিত), বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, ডিএনএ আইন-২০১৪ প্রণয়ন করেছে।

যৌতুক নিরোধ আইন-২০১৮ ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন আইন-২০১৮ প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

আমরা শিক্ষানীতিতে নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছি। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। কন্যা শিশুদের জন্য উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৬০ ভাগ নারী।

বর্তমানে রাজনীতি, কূটনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি, গবেষণা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, খেলাধুলা, পর্বত আরোহণ এমনকি রাষ্ট্র পরিচালনায়েও নারীরা এগিয়ে। এদেশের অর্থনীতির চাকাও ঘুরছে নারীর অংশগ্রহণে।

বিশ্বের উন্নত দেশের মত বর্তমানে বাংলাদেশের সরকার প্রধান, বিরোধী দলের নেতা, স্পিকার ও সংসদ উপনেতা, বিচারপতি নারী। পুলিশ বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, র‍্যাব, শান্তিরক্ষা বাহিনী, বিমান এবং রেলগাড়ি চালানোর মত চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারীরা কাজ করছেন।

বর্তমানে প্রশাসনের শীর্ষ পদে ১০ জন নারী সচিব এবং পুলিশ প্রশাসনে ডিআইজি, অতিরিক্ত ডিআইজি এবং নারী পুলিশ সুপারসহ বিভিন্ন স্তরে অনেক নারী কর্মকর্তা কাজ করছেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, নির্বাচন কমিশনার হিসাবেও নারীরা দায়িত্ব পালন করছেন।

আমাদের মেয়েরা এএফসি অনূর্ধ্ব- ১৪ ফুটবলে আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ নারী চ্যাম্পিয়নশীপের প্রথম আসরে ভারতের বিপক্ষে বিজয়ী হয় বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৫ মহিলা ফুটবল দল। জাতীয় নারী ক্রিকেট দল ২০২০ সালে অনুষ্ঠিতব্য টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলবে।

সুধীমন্ডলী,

আমরা বিজয়ী জাতি। বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু আমরা এগিয়ে যাব। খুব শিগগিরই বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে।

আমি বিশ্বাস করি, একজন নারী জন্ম থেকেই প্রয়োজনীয় পুষ্টি, চিকিৎসা, শিক্ষা ও সর্বক্ষেত্রে সমান সুযোগ পেলে ঘরে-বাইরে, কর্মক্ষেত্রে সব জায়গায় তার মেধা, যোগ্যতা ও প্রতিভার সাক্ষর রাখতে পারবে। আসুন, আমরা নারী ও শিশুদের জন্য সম-সুযোগ ও নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করি।

নারী-পুরুষ সকলে মিলে আমরা বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলি।

আমি ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮’ উদযাপনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...